দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 03 FEB 2005
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ২

মসজিদভিত্তিক প্রকল্পে এ বছর আরও ৪ লক্ষাধিক শিশু ও স্বল্পশিক্ষিতকে শিক্ষা দান করা হবে

॥ সৈয়দ আখতার ইউসুফ ॥

ধর্ম মন্ত্রণালয়ের মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় চলতি শিক্ষা বছরে আরো ৪ লাখ ৫ হাজার ৪৪০ জনকে শিক্ষা প্রদান করা হবে। শিক্ষার্থীদের তিন পর্যায়ে শিক্ষা প্রদান করা হবে। এসব শিশু ও নরনারীর নিরবচ্ছিন্ন জীবনব্যাপী শিক্ষার ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য ৫১২টি জীবনব্যাপী শিক্ষা পাঠাগার ও ১৯২টি মডেল পাঠাগার স্থাপন ও পরিচালনা করা হচ্ছে।

এ প্রকল্পের উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে রয়েছে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়ের শিশুদের জন্য প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধি, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম আরো জোরদার করার মাধ্যমে স্বাক্ষরতার হার বাড়িয়ে শিশু ও স্বল্পশিক্ষিতদের জীবনব্যাপী নিরবচ্ছিন্ন শিক্ষা চর্চা প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখা।

প্রকল্প পরিধির আওতাভুক্ত রয়েছেঃ গণশিক্ষা ও স্বাক্ষরতা কার্যক্রমে অগ্রণী ভূমিকা পালন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গণযোগ্যোগী শিক্ষার্থী তৈরি, ইতিমধ্যে অর্জিত শিক্ষা, সারাজীবন অব্যাহত রাখা, পাঠাগার ও মডেল পরিচালনা, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা উপকরণ সরবরাহ, ইমাম ও শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা।

প্রকল্পে শিক্ষার কয়েকটি স্তর নির্ধারিত হয়েছেঃ প্রাক-প্রাথমিক (৪-৫ বয়সী ছেলে-মেয়ে), কিশোর-বয়স্ক (১৫-৩৫)। এছাড়া প্রথম ও দ্বিতীয় স্তরে মৌলিক স্তর (৬-১০ বছর বয়স্ক ছেলে-মেয়ে), কিশোর-কিশোরী (১১-১৪) নামে আরো দুটি স্তর-এর আগে চালু ছিল।

সরকারের বাধ্যতামূলক ও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জনে সহায়তার জন্য ধর্ম মন্ত্রণালয়ের ইসলামিক ফাউন্ডেশন ১৯৯১-৯২ অর্থবছরে এ প্রকল্পটি মূলত চালু করে (৫ম পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

মসজিদভিত্তিক প্রকল্পে

(তৃতীয় পৃঃ পর)

১৯৯৫ সনে প্রকল্পের নাম বর্তমানের 'মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম' হিসেবে বদলানো হয়। শিক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের সাফল্যের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে তৃতীয় স্তরের (জুলাই ২০০০ ডিসেম্বর-২০০৫) কার্যক্রম শুরু করা হয়।